মার্কিন নির্বাচন

চীন-রাশিয়া-ইরানের ক্রমবর্ধমান সাইবার হামলার টার্গেট

গোলাপ মুনীর

গত মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মাইক্রোসফট জানায়, তারা দেখতে পেয়েছে রাশিয়া, চীন ও ইরান থেকে ক্রমবর্ধমান হারে এর গ্রাহকদের ওপর সাইবার হামলা চালানো হচ্ছে। আর মাইক্রোসফটের এসব গ্রাহকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল ও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নির্বাচনী প্রচারাভিযানে নিয়োজিত গোষ্ঠীগুলো।

মাইক্রোসফটের 'কাস্টোমার সিকিউরিটি অ্যান্ড ট্রাস্ট'-বিষয়ক ভাইস প্রেসিডেন্ট টম বার্ট তার এক ব্লগ পোস্টে এই তিন দেশের প্রধান প্রধান হ্যাকারদের পদক্ষেপ সম্পর্কে বিস্তারিতে লিখে জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, এই হ্যাকারেরা মূলত টার্গেট করেছে রাজনৈতিক প্রচারাভিযান গোষ্ঠী ও অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গকে। তিনি তার ব্লগে লিখেন : 'আজ আমরা স্পষ্ট করে জানাচ্ছি, বিদেশি অ্যাক্টিভিটি গ্রুপ ২০২০ সালের যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে টার্গেট করে তাদের সাইবার হামলার তৎপরতা বাড়িয়ে তুলেছে। এর আগে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও অন্যরা এ সম্পর্কে যেসব অভিযোগ তুলেছিল তার সাথে এই সাইবার হামলা তৎপরতা সামঞ্জস্যপূর্ণ।'

এসব তৎপরতায় সংশ্লিষ্ট রয়েছে রাশিয়ান হ্যাকিং গ্রুপ 'ট্রনশিয়াম'। এদের টার্গেট ২০০-এরও বেশি সংগঠন, রাজনৈতিক প্রচারাভিযান গোষ্ঠী ও দল, যারা বিগত এক বছর ধরে নির্বাচনী প্রচারাভিযানে নিয়োজিত ছিল। এরপর এদের টার্গেট হচ্ছে ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিকান পার্টির যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক কনসালট্যান্ট এবং জার্মান মার্শালফান্ডের মতো কিছু থিঙ্কট্যাঙ্ক ও যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দলগুলো। ট্রনশিয়াম পরিচিত 'ফ্যান্সি বিয়ার' নামেও। এটি সেই হ্যাকার গ্রুপ যেটি ২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় 'ডেমোক্র্যাটিক ন্যাশনাল কমিটি'র নেটওয়ার্ক হ্যাক করেছিল। মাইক্রোসফট এই গ্রুপটির বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিয়েছিল ২০১৭ সালে। তখন ফেডারেল কোর্ট মাইক্রোসফট গ্রাহকদের টার্গেট করা বন্ধ করতে এক আদেশ জারি করেছিল। সেই সাথে বলা হয়েছিল, ম্যালাশিয়াস ই-মেইল ফিশিং ক্যাম্পেইনে মাইক্রোসফট লোগো ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

টম বার্ট তার ব্লগে আরো লিখেন : 'ট্রনশিয়াম তার এই কৌশল উদ্ভাবন করে ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময়ে শত্রুপক্ষের অবস্থান, তাদের শক্তি ইত্যাদি জানার উদ্দেশ্যে পরিচালিত

তথ্যানুসন্ধান অভিযানের নতুন কৌশল হিসেবে। ২০১৬ সালে এই গ্রুপ প্রাথমিকভাবে জনগণের পরিচয় গোপনে সংগ্রহের জন্য নির্ভর করে স্পিয়ার ফিশিংয়ের ওপর। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে এটি প্রয়োগ করেছে এর 'ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক' এবং 'পাসওয়ার্ড স্প্রে'। এই দুটি কৌশল সম্ভবত তাদের সুযোগ করে দিয়েছে তাদের অপারেশনগুলো অটোমেশন করার বিষয়গুলোকে।'

দ্বিতীয় আরেকটি হ্যাকিংয়ের কথা উল্লেখ করেছে মাইক্রোসফট। এর সাথে জড়িত চীনভিত্তিক হ্যাকিং গ্রুপ 'জিরকোনিয়াম'। এরা জো বাইডেনের স্টাফদের নেটওয়ার্ক হ্যাক করতে ব্যর্থ হয়। মাইক্রোসফটের রিপোর্টে বিগত মে ও সেপ্টেম্বরের মধ্যবর্তী সময়ে এই গ্রুপের হাজারো হ্যাকিং প্রচেষ্টার প্রমাণ তুলে ধরা হয়। এর সাথে রয়েছে ১৫০টির মতো সফল নিষ্পত্তি। ব্যক্তিবিশেষের ওপর জিরকোনিয়াম যেসব অসফল সাইবার হামলা করে, এর মধ্যে আছেন জো বাইডেনের স্টাফারেরা। এই গ্রুপের নির্বাচন-বহির্ভূত ই-মেইলও করেছে।

জিরকোনিয়াম টার্গেট করেছিল আন্তর্জাতিক বিষয়সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পাশাপাশি ট্রাম্প প্রশাসনের সাবেক এক বেনামি কর্মকর্তাকেও। এসব ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং আটলান্টিক কাউন্সিল ও স্টিমসন সেন্টারের মতো গোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্তরা। টম বার্ট তার ব্লগে উল্লেখ করেছেন : 'চীন থেকে অপারেট করা জিরকোনিয়াম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সম্পর্কিত গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করেছিল।'

সম্প্রতি ইরানের বেশ কয়েকটি স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ড

তা ছাড়া মাইক্রোসফটের পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে– ইরানের সাইবার হামলা গোষ্ঠী 'ফসফরাস' অব্যাহত চেষ্টা চালিয়েছে ট্রাম্পের ইলেকশন ক্যাম্পেইন স্টাফারদের ওপর। ফসফরাস এসব পদক্ষেপ নেয় গত মে ও জুনের মধ্যবর্তী সময়ে। এরা চেষ্টা চালায় এই স্টাফারদের ব্যক্তিগত ই-মেইল অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করতে।

মাইক্রোসফটের গত বছরের সতর্কবার্তা

এর আগেও গত বছর ফসফরাসের সাইবার হামলা সম্পর্কে সতর্কবার্তা প্রকাশ করেছিল মাইক্রোসফট। তখন বলা হয়েছিল, ফসফরাস বেনামে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচারাভিযানের ওপর সাইবার হামলার পদক্ষেপ নিয়েছে। এরপর এ ব্যাপারে রয়টার্সের প্রতিবেদন প্রকাশ করে বলে– এই সাইবার হামলার টার্গেট ছিল ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারাভিযান। মাইক্রোসফট তখন এই সতর্কবার্তা প্রকাশের আগে এই গ্রুপের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেয়; আদালতে মামলা দায়ের করে। এর ফলে এই গ্রুপের হ্যাকিং অপারেশনে ব্যবহৃত ৯৯টি ওয়েবসাইটের ওপর মাইক্রোসফট নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সুযোগ পায়।

মাইক্রোসফট উল্লেখ করেছে, এই তিন গোষ্ঠীর বেশিরভাগ সাইবার হামলা লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। মাইক্রোসফটের এই পর্যালোচনা প্রকাশ করা হয় 'ডিরেক্টর অব ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স'-এর অফিসের এক সিনিয়র কর্মকর্তার এক বিবৃতি প্রকাশের এক মাস পর। এই বিবৃতির মাধ্যমে এই কর্মকর্তা রাশিয়া, চীন ও ইরানকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, এই দেশ তিনটি সক্রিয়ভাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করে চলেছে। রুশ হ্যাকারেরা কাজ করছে ট্রাম্পের পক্ষ হয়ে, অপরদিকে চীনা ও ইরানি হ্যাকারেরা কাজ করছে জো বাইডেনের পক্ষে। জো বাইডেনের নির্বাচনী প্রচারাভিযানের একজন মুখপাত্র মাইক্রোসফটের দেয়া তথ্য সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন।

ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারাভিযানের ডেপুটি ন্যাশনাল প্রেস সেক্রেটারি থিয়া ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন– 'তাদের সংগঠন বিদেশি গ্রুপের সাইবার হামলার টার্গেট হবে, এটি 'অবাক করা' কোনো ব্যাপার নয়। তিনি আরো বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পুনঃনির্বাচনের প্রচারাভিযান সাইবার হামলাকারীদের বড় ধরনের ম্যালাসিয়াস অ্যাটাকের টার্গেট হয়েছে, এটাই স্বাভাবিক। আমরা ঘনিষ্টভাবে কাজ করছি আমাদের পার্টনারদের সাথে। মাইক্রোসফট ও অন্যরা এসব হুমকি মোকাবেলা করবে। আমরা সাইবার হামলার ব্যাপারটি গুরুত্বের সাথে নিয়েছি। কিন্তু আমাদের নেয়া পদক্ষেপ সম্পর্কে জনসমক্ষে কোনো মন্তব্য করতে চাই না।'

সিআইএসএ-র রিপোর্ট

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের 'ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস)'-এর 'সাইবার সিকিউরিটি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার এজেন্সি' (সিআইএসএ) গত মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত এর এক রিপোর্টে জানিয়েছে– তার বেশ কয়েকটি স্টেপস গ্রুপকে অনুমোদন দিয়েছে ই-মেইল ব্যবস্থা কাজে লাগিয়ে করা বিদেশি সাইবার হামলাকারীদের বিরুদ্ধে পাল্টা হামলা রচনা করার জন্য। তা ছাড়া সিআইএসএ জোর দিয়েছে নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর সম্মিলিতভাবে অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়ার ব্যাপারে।

সিআইএসএ-র রিপোর্টে লিখেছে : 'ম্যালাসিয়াস সাইবার অ্যাক্টরদের রাজনৈতিক দল, প্রচারাভিযান, থিঙ্কট্যাঙ্ক, নাগরিক সংগঠন ও বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে অতি উন্নত ধরনের ফিশিং অপারেশন চালানোর বিষয়টি সুপরিচিত। ম্যালাসিয়াস সাইবার অপারেশন চালানোর জন্য অগ্রাধিকার ভেক্টর হচ্ছে ই-হেইল সিস্টেম।'

ডিএইচএস সেক্রেটারি সি. ওলফ সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'মাইক্রোসফটের পর্যালোচনা এর আগের ইলেকশন সিকিউরিটি হুমকি সম্পর্কিত ডিএইচএসের কমিউনিকেশনকে আরো সুদৃঢ় করেছে। আমাদের নির্বাচনকে নিরাপদ রাখার কাজটি হচ্ছে ফেডারেল সরকার ও বেসরকারি খাতের সমন্বয়ে একটি যূথবদ্ধ প্রয়াস। এই প্রয়াসের মাধ্যমে বিদেশি সাইবার হামলাকারীদের মোকাবেলা করা হবে। মাইক্রোসফটের এই ঘোষণা আমার হোমল্যান্ড বক্তৃতায় দেয়া বক্তব্যকেই জোরালো করে তুলেছে। আমি বলেছিলাম : চীন, ইরান ও রাশিয়া চেষ্টা করছে আমাদের গণতন্ত্রকে অবদমিত করতে এবং আমাদের নির্বাচনগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে। এসব সাইবার হামলাকারীদের বিরুদ্ধে মাইক্রোসফটের নেয়া এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপকে আমরা স্বাগত জানাই।'

কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী সদস্য এই সাইবার হামলার খবরে জোরালো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। এদের মধ্যে আছেন : সিনেট ইন্টেলিজেন্স কমিটির শীর্ষ ডেমোক্র্যাট সিনেটর মার্ক

ওয়ার্নার। সিনেট ইন্টেলিজেন্স কমিটি হচ্ছে সেই প্যানেল, যেটি দ্বিদলীয়ভাবে বহু বছর ধরে তদন্ত পরিচালনা করে আসছে ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময়ে রাশিয়ার হস্তক্ষেপের বিষয়ে। মার্ক ওয়ার্নার বলেছেন : 'আমরা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছি রাশিয়া আবার ফিরে আসবে। এ জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা দরকার।'

সিনেট ইন্টেলিজেন্স কমিটির অপর এক রিপাবলিকান সদস্য সিনেটর বেন স্যাসি এক বিবৃতিতে বলেন : 'মাইক্রোসফটের এই সতর্কাভাস ইন্টেলিজেন্স কমিটির দীর্ঘদিনের এ সম্পর্কিত অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। চীন ও রাশিয়া ২০২০ সালের এই নির্বাচনের আগে অনাস্থার পরিবেশ ছড়িয়ে দিতে চায়। বেজিংয়ে চেয়ারম্যান জি চান এ নির্বাচনে জো বাইডেন জয়ী হোন। আর মস্কোতে ভ্লাদিমির পুতিন চান ট্রাম্পের বিজয় হোক। এদের উভয়ের লক্ষ্য এক : আমেরিকানদের পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেয়া। যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন এটুকু স্পষ্ট করা– এই অপপ্রচার ও হ্যাকিংয়ের জন্য চীন ও রাশিয়াকে ভয়াবহ পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে। চীনা কমিউনিস্ট ও রুশ অলিগার্কেরা আমেরিকান নির্বাচনে ভোট পরিবর্তনের কোনো সুযোগ পাবে না।'

ইরান রাশিয়া সাক্ষাৎ

অপরদিকে টম বার্ট লিখেছেন, 'মাইক্রোসফটে তার পাওয়া তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করেছে। কারণ, এই কোম্পানি বিশ্বাস করে : 'গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ওপর হুমকি সম্পর্কে বিশ্বাসীর জানা উচিত।' তিনি কংগ্রেসের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যথাযথ পরিমাণে ফেডারেল তহবিল দেয়ার জন্য, যাতে নির্বাচনী কর্মকর্তারা ম্যালাসিয়াস সাইবার হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। মার্চে CARES Act স্টিমুলাস বিলের ৪০ কোটি ডলারের বাইরে কংগ্রেস নির্বাচনী নিরাপত্তার জন্য ২০১৮ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত আরো ৮০ কোটি ডলার দিয়েছে। এই অর্থ দেয়া হয়েছে নির্বাচনে কভিড-১৯-এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য। নির্বাচনী কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞদের অভিমত– স্টেট ও স্থানীয় নির্বাচনী কর্মকর্তাদের জন্য আরো ৩৬০ কোটি ডলার প্রয়োজন হবে।

ট্রাম্প প্রশাসন যা বলেছে

ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটির শীর্ষ সাইবার কর্মকর্তা ক্রিস্টোফার ক্রেবস গত মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের দিকে বলেছেন : এখন পর্যন্ত ভোটিং পরিকাঠামোর ওপর সাইবার হামলার কোনো চিহ্নিত ঘটনা পরিলক্ষিত হয়নি। এর আগে ট্রাম্প প্রশাসন অভিযোগ তোলে, রাশিয়ানরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করতে। অপরদিকে দেশটির ট্রেজার ডিপার্টমেন্ট নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে মস্কো-লিঙ্কড ইউক্রেনীয় আইনজীবী আন্দ্রে ডারকেচের বিরুদ্ধে। তার বিরুদ্ধেও একই ধরনের অভিযোগ তোলা হয়েছে। অভিযেগে প্রকাশ, ডারকেচ প্রকাশ করেছেন এডিটেড অডিও, যার লক্ষ্য ছিল জো বাইডেনের ওপর কলঙ্ক লেপন। ওই ব্যক্তি ট্রাম্পের হয়ে দালালি করেছেন। এই ইউক্রেনিয়ান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আইনজীবী রুডি গিউলিয়ানির সাথে সাক্ষাৎ করেন ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে।

অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা মহল গত আগস্টে বলেছে– চীন, রাশিয়া ও ইরান অব্যাহতভাবে চেষ্টা চালিয়েছে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করতে। তাদের পর্যবেক্ষণে দেখা গিয়েছে– রাশিয়া চেয়েছে জো বাইডেনের ওপর কালিমা লেপন করতে। আর চীন ও ইরান চেয়েছে নির্বাচনে ট্রাম্পের পরাজয় হোক। যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা ইরানকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, ইরান যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো ও প্রেসিডেন্টের ভাবমর্যাদা বিনষ্ট করার চেষ্টা করছে অনলাইন কনটেন্টের মাধ্যমে।

ইউএস গোয়েন্দা সংস্থা আরো বলেছে– ২০১৬ সালেও রাশিয়া রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত সাইবার হামলা চালিয়ে ও ফেইক নিউজ সামাজিক গণমাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে হিলারি ক্লিনটনের নির্বাচনী ভাবমর্যাদা বিনষ্টের অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। স্পেশাল কাউন্সেলর রবার্ট মুলারের তদন্তমতে, হ্যাকারেরা ডেমোক্র্যাটিক ন্যাশনাল সিস্টেমে ঢুকে পড়তে সক্ষম হয়। সেই সাথে এরা প্রবেশ করে ক্লিনটনের প্রচারাভিযানের চেয়ারম্যান জন পডেস্টারের ব্যক্তিগত ই-মেইলে। এরা নির্বাচনী প্রচারসংশ্লিষ্ট হাজার হাজার ই-মেইল লিক করে। পরবর্তী সময়ে ফেসবুকের কাছে ধরা পড়ে– রাশিয়ান-ফেইক কনটেন্ট পাঠানো হয় ১২ কোটি ৬০ লাখ আমেরিকানের প্ল্যাটফরমে।

এআই-জেনারেটেড ডিপফেইক টেক্সট

এক সময় বিদগ্ধজন ও গবেষকেরা জানতে চেষ্টা করেন– কী ধরনের ম্যানিপুলেশন ক্যাম্পেইন তথা মিথ্যা প্রচারণা ২০১৮ ও ২০২০-এর নির্বাচনকে হুমকির মুখে ঠেলে দিতে পারে। তখন এর মধ্যে তালিকায় শীর্ষে আসে বিভ্রান্তিকর 'এআই-জেনারেটেড ভিডিও'। যদিও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সৃষ্ট (এআই-জেনারেটেড) টেক্সট প্রযুক্তিটি এখনো বিকাশমান, তবু এর অপব্যবহারের সম্ভাবনা অপরিমেয় ও আশঙ্কাজনক। এর ফলে এ প্রযুক্তি নিয়ে শিক্ষাবিদেরা ও প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করে। এবং এই বিভ্রান্তিকর 'ফেইক এআই-জেনারেটেড টেক্সট' চিহ্নিত করার নানা উপায়-পদ্ধতি বের করা হচ্ছে। সামাজিক প্ল্যাটফরমগুলো নানা ধরনের নীতিমালা তৈরি করেছে সেইসব পোস্টের ব্যাপারে যেগুলো ধারণ করে 'সিনথেটিক ও ম্যানিপুলেটেড মিডিয়া'। এর মাধ্যমে তাদের প্রত্যাশা স্বাধীন মতপ্রকাশ ও ভাইরাল মিথ্যা অপপ্রচার প্রতিহত করার মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন গত ৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এ নির্বাচনের সময় ডিপফেইকড মুভিং ইমেজগুলো ঠেকানো যায়নি। বরং এর পরিবর্তে আরেক ধরনের এআই-জেনারেটেড মিডিয়া খবরের শিরোনাম হয়ে আসছে, যা চিহ্নিত করা ও ঠেকানো খুবই কঠিন। এবং সম্ভবত এটি ইন্টারনেটে পরিব্যাপক এক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে। সেটি হচ্ছে : deepfake text।

গত আগস্টে সূচনা ঘটল 'জিপিটি-৩' নামের পরবর্তী প্রজন্মের জেনারেটিভ রাইটিং ফ্রন্টিয়ারের। এটি এমন এক এআই, যা উৎপাদন করতে পারে অবাক করা হিউম্যান সাউন্ডিং সেন্টেন্স। এর আউটপুটকে মানুষের সৃষ্ট টেক্সট থেকে আলাদা করার কাজটিকে আরো কঠিন করে

তুলেছে। তাই আমরা ধরে নিতে পারি, আগামী দিনে ইন্টারনেটের কনটেন্টের বেশিরভাগই হবে মেশিনসৃষ্ট। যদি তেমনটি ঘটে, তবে আমরা কীভাবে আমাদের চারপাশের ইন্টারনেট কনটেন্ট পরিবর্তন করতে পারব? এটি হচ্ছে এ ধরনের প্রথম মিডিয়া ইনফ্লেকশন (বক্রীকরণ) পয়েন্ট, যেখানে বাস্তব-অবাস্তব অনুভূতি উবে যাবে। যখন তিন দশক আগে ফটোশপ, আফটার ইফেক্টস ও অন্যান্য ইমেজ-এডিটিং ও সিজিআই টুল আবির্ভূত হতে শুরু করে, তখন এসব টুলের শৈল্পিক রূপান্তর-সম্ভাবনা ব্যাপকতা লাভ করে। এর প্রয়োজনীয়তা তাৎক্ষণিকভাবে আমরা স্বীকার করে নিই। ২০০০ সালে ম্যাকওয়ার্ল্ডের এক লেখায় ঘোষণা করা হয় : 'অ্যাডোবি ফটোশপ সহজেই হয়ে উঠেছে প্রকাশনার ইতিহাসে একটি লাইফ-চেঞ্জিং প্রোগ্রাম।' তখন অবমুক্ত করা হয় 'ফটোশপ ৬.০'। আজকের দিনে ললিতকলার শিল্পীরা তাদের শিল্পকর্মের ফিনিশিং টাচ দিতে ব্যবহার করেন ফটোশপ। ফটোগ্রাফারেরা তাদের প্রতিটি গ্রাফিকসকে বাস্তবমুখী করে তুলতে ব্যবহার করেন ফটোশপ।

আমরা এই প্রযুক্তি গ্রহণ করে নিয়েছি এর আবির্ভাবের সময়েই এবং সেই সাথে গড়ে তুলেছি এক সন্দেহবাদ বা স্কেপটিসিজম। খুব কম লোকই বিশ্বাস করে ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে ছাপা মডেলের ছবিটি বাস্তবে তেমন নয়। এর পরও আমরা এসব ছবি পুরোপরি অবিশ্বাস করি না। ফিল্টারিং করা ছবিকে আমরা বাস্তব ছবি বলে মনে করি।

সম্প্রতি ইরানের বেশ কয়েকটি স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ড

ডিপফেইকড ভিডিও অথবা জিপিটি-৩ আউটপুট এক নয়, পুরোপুরি ভিন্ন। যদি ম্যালাসিয়াসলি ব্যবহার হয়, সেখানে থাকে না অপরিবর্তিত মূল ছবি। তুলনা করার জন্য কিংবা প্রমাণের সাক্ষ্য হিসেবে কোনো কাঁচামাল তৈরি করা যাবে না। চলতি শতাব্দীর প্রথম দশকের প্রথম দিকের বছরগুলোতে সেলিব্রেটিদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ছবির ব্যবচ্ছেদ করা সহজ ছিল। তখন আলোচনার সুযোগ ছিল, ছবিটি পরবর্তী সময়ে অবাস্তব পরিপূর্ণতা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে কি না। ২০২০ সালে আমরা ক্রমবর্ধমান হারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ছি, কোনো সেলিব্রিটি বা বিশ্বনেতা এমন কিছু বলছেন, যা প্রকৃতপক্ষে তারা আদৌ বলেছেন কি-না। তাই আমাদেরকে নতুন পর্যায়ের রিয়েলিটির সাথে সাযুজ্য সৃষ্টি করে, মানিয়ে নিয়ে চলতে হবে। এমনকি সামাজিক গণমাধ্যম প্ল্যাটফরমগুলোও এই পার্থক্যটা স্বীকার করে; তাদের ডিপফেইক মডারেশন নীতিমালায় পার্থক্য করা সিনথেটিক কনটেন্ট ও নিছক 'মডিফাইড' মিডিয়া কনটেন্টের মাঝে।

এআই-জেনারেটেড টেক্সট ও কমিউনিকেশন সিস্টেম

ডিপফেইক কনটেন্ট মডারেট করার জন্য আপনাকে জানতে হবে, এর অস্তিত্ব এখানে আছে কি-না। এটি বর্তমানে যেসব আকারে অস্তিত্বশীল, তার মধ্যে ভিডিওই সবচেয়ে সহজে চিহ্নিত করা যায়। এআই-জেনারেটেড ভিডিওর কখনো কখনো ডিজিটাল টেলস থাকে, যেখানে আউটপুট পতিত হয় 'সফট বায়োমেট্রিকস' নামের আনক্যানি-ভ্যালিতে। যেমন : কারো মুখমণ্ডলের সঠিক নড়াচড়া বা মুভমেন্ট থাকে না; কিছু দাঁত তৈরি বাজেভাবে; অথবা কারো হার্টবিটের উপস্থিতি নেই, যা রঙের পরিবর্তনের মাধ্যমে ধরা যায়।

এসব গিভঅ্যাওয়ের অনেকগুলোই উতরানো যায় সফটওয়্যার টুইক দিয়ে। যেমন : ২০১৮ সালের ডিপফেইক ভিডিওগুলোতে চোখের পিটপিটানি ছিল ভুল; কিন্তু এটি উদঘাটিত হওয়ার পর প্রকাশ করা হলে অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্যাটির সমাধান করা হয়। জেনারেটেড ভিডিও হতে পারে অধিকতর অতিসূক্ষ্ম– যা দেখা যায় না। অতএব এ ক্ষেত্রে ভুল হওয়ার সুযোগ আরো কম। কিন্তু প্রতিশ্রুতিশীল গবেষণা উদ্যোগ চলছে এই অসুবিধা দূর করতে। ফেকার ও অথেনটিকের মধ্যকার লড়াই চলবে অন্তহীনভাবে।

খুবই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, মানুষ ক্রমেই এই প্রযুক্তি সম্পর্কে সতর্ক হচ্ছে। আসলে, এই জ্ঞান শেষ পর্যন্ত সামনে নিয়ে আসবে ভিন্ন ধরনের জেনারেটেড অডিও-সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি। এখন রাজনীতিকেরা সক্ষম হচ্ছেন এ কথা বলে পার পেতে : 'এটি ডিপফেইক'। এর প্রথম দিকের একটি উদাহরণ পাওয়া গেছে ২০১৭ সালে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের 'অ্যাডোবি ভোকো' নামের নকল-ভয়েস জেনারেট করা হয়েছিল তার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর। কিন্তু বিশেষ করে আজকের দিনে তৈরি করা সিনথেটিক টেক্সট উপস্থাপন করছে আরো চ্যালেঞ্জিং ফ্রন্টিয়ার। এখন সহজেই তৈরি করা যাবে বিপুল পরিমাণ সিনথেটিক টেক্সট, যেগুলোকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে থাকবে আরো অনেক কমসংখ্যক টেলস। বরং এগুলো আরো স্পর্শকাতর হবে ছোটখাটো ধরনের স্ক্যান্ডাল বা একটি 'অক্টোবর সারপ্রাইজ' তৈরিতে। এগুলো হতে পারে অডিও বা ভিডিও টেক্সটফেইকের এক-একটি ঘটনা।

এখন রিপিটিটিভ বা রিসাইকল্ড কমেন্ট চিহ্নিত করা সম্ভব, যেখানে টেক্সটের একই স্নিপেট ব্যবহার করা হয় কমেন্টের বন্যা ছড়িয়ে দিতে, টুইটার হ্যাশট্যাগের খেলা খেলতে, অথবা শ্রোতাদের সামনে আনতে ফেইসবুক পোস্টের মাধ্যমে। এই কৌশলটি লক্ষ করা গেছে সাম্প্রতিক অতীতের নির্বাচনী প্রচারের ক্ষেত্রে।

ভবিষ্যতে ডিপফেইক ভিডিও বা অডিও ব্যবহার করা হতে পারে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্পর্শকাতর মুহূর্ত সৃষ্টি করতে অধিকতর জৈবিক স্ক্যান্ডাল সৃষ্টিতে। কিন্তু টুইটার, ফেসবুক, রেডিট এবং এমনি ধরনের অ্যাপের নিয়মিত চ্যাটারেরা ছদ্মবেশী আনডিটেক্টেবল টেক্সটফেইক দিয়ে অপকর্ম আরো বেড়ে যেতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত গড়ে তুলতে অথবা ফেইক কমেন্টারদের অস্ত্রযুদ্ধ নির্বাচনী প্রচারে ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে। সর্বব্যাপী জেনারেটেড টেক্সট ক্ষমতা রাখে আমাদের কমিউনিকেশন সিস্টেমকে ঢেকে ফেলতে; অ্যালগরিদমের মাধ্যমে সৃষ্ট কনটেন্ট মোকাবেলা করতে হয় অ্যালগরিদমিক জেনারেটেড রেসপন্স।

যেহেতু সব ধরনের নকল বা সিনথেটিক মিডিয়া, যেমন : টেক্সট, ভিডিও, ফটো ও অডিও ব্যাপকভাবে বাড়ছে এবং এগুলো চিহ্নিত করা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই আমরা যেসব কনটেন্ট দেখি তা আসল না নকল তা চেনা রীতিমতো জটিল-কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই এই সময়ে ইন্টারনেটে পাওয়া কনটেন্টের বিষয়-আশয় মূল্যায়নে অধিকতর সতর্ক হতে হবে বৈকি কজ

ফিডব্যাক : golapmunir@yahoo.com